১২. ঈশ্বর নিন্দা

ঈশ্বর চান যেন আমরা তাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং গভীর সম্মান প্রদর্শন করি। ঈশ্বর নিন্দা হলো তাকে অবজ্ঞা বা অবমাননা করা। আমরা কিভাবে আচরণ করি বা কথা বলি সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

মূল পাঠ: লেবীয় পুস্তক ২৪:১০-২৩

এটি সম্ভবত ইস্রায়েলীদের মধ্যে ঈশ্বর নিন্দার জন্য কাউকে আটক করার প্রথম ঘটনা। এই ঘটনার খুব বেশি দিন আগে আইনকানুন দেওয়া হয়নি, এবং সেখানে বলা হয়েছে: "ঈশ্বরকে অপমান কোরো না" (যাত্রাপুস্তক ২২:২৮) এবং "কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম নেবে না। যে তা করবে তাকে সদাপ্রভু শাস্তি দিবেন" (যাত্রাপুস্তক ২০:৭)। যদিও এই আইন অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল, অপরাধীর বিষয়ে কি করতে হবে সে বিষয়ে মোশি অনিশ্চিত ছিলেন। ঈশ্বর এই ক্ষেত্রে কোন সন্দেহর অবকাশ রাখেননি: তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেল।

১. "সদাপ্রভূর নাম নিয়ে অভিশাপ দিল" এর মানে আসলে কি (১১ পদ)? আজকের দিনেও কি লোকেরা একই এই ধরনের করে?
২. তার বাবা মা যে ভিন্ন জাতির লোক ছিল তা উল্লেখ করার কি বিশেষ কোন কারন আছে (১০ পদ)?
৩. যারা ছেলেটিকে প্রত্যক্ষ করেছিল, তদেরকে কেন তার মাথার উপর প্রথমে হাত রাখতে হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?
৪. ঈশ্বরের জন্য সম্মান।

ঈশ্বরের জন্য সম্মান

মানুষেরা বিভিন্নভাবে ঈশ্বর নিন্দা করতে পারে:

- ঈশ্বরের নাম অপব্যবহার করে বা অবজ্ঞাপূর্ণভাবে ব্যবহারের করে (যাত্রাপুস্তক ২০:৭; লেবীয় পুস্তক ১৯:১২);
- ঈশ্বরকে ত্যাগ করে বা তার অবিশ্বস্ত হয়ে (যিহিষ্কেল ২০:২৭);
- অন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে (লেবীয় পুস্তক ২০:৩);
- নিশ্চিতভাবে কোন পাপ করে (গণনাপুস্তক ১৫:৩০-৩১)।

এক কথায়, এমন যে কোন কাজ যা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরকে অসম্মান প্রদর্শন করে তা-ই ঈশ্বর নিন্দা।

আজকের দিনে এই ধরনের ঈশ্বর নিন্দা কিভাবে ঘটতে পারে সেরকম কিছু উদহরন নিয়ে আলোচনা করুন।

আপনি কি আর কোন উদাহরনের কথা ভাবতে পারেন, যেখানে আমরা ঈশ্বর নিন্দার মাধ্যমে পাপ করি?

লেবীয় পুস্তকের যে পদগুলো আমরা দেখেছি সেখানে ঈশ্বরের নাম নিন্দা করার কথা বলা হয়েছে। বাইবেলে ঈশ্বরের নাম তার স্বভাব প্রকাশ করে (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৫-৭ দেখুন)। তাহলে তার নাম তখনই নিন্দা করা হয়, যখন তার স্বভাবকে অপবাদ দেওয়া হয় বা তাকে অবজ্ঞার করে মূল্যায়ন করা হয়। উদহরণ সরুপ, আসিরিয়েরা তাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর তুলনায় সদাপ্রভূকে শক্তিহীন বলে দাবী করার মাধ্যমে ঈশ্বর নিন্দা করে (২ রাজাবলি ১৮:৩৩-৩৫; ১৯:৬,২২).

অথচ, ঈশ্বর আশা করেন তার লোকেরা তাকে সম্মান করবে, তাকে পবিত্র হিসেবে স্বরণ করবে এবং উপাসনাকে বিশেষ সম্মানের সাথে মূল্যায়ন করবে (লেবীয় পুস্তক ২২:২,৩২)। যেমন, মোশি শিখিয়েছিলেন:

> তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথামতই তোমাদের চলতে হবে এবং তাঁকেই ভক্তি করতে হবে। তোমরা তাঁর আদেশ পালন করবে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলবে; তোমরা তাঁর সেবা করবে ও তাঁকেই আঁকড়ে ধরে তাকবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:৪)

গীতসংহিতায় আমরা পড়ি,

> তোমরা যারা সদাপ্রভুকে ভক্তি কর, তোমরা তার গৌরব কর। যাকোবের সমস্ত বংশধরেরা, তোমরা তাঁকে সম্মান দেখাও, ইস্রায়েলের সমস্ত বংশধরেরা, তোমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাও (গীতসংহিতা ২২:২৩)

প্রকাশিত বাক্যে ২৪ জন যে নেতার কথা বলা হয়েছে যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা সঠিক আচরণ দেখিয়েছেন। তারা বলেছেন,

> আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তুমি গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য, কারন তুমি সবকিছু সৃষ্টি করেছ; আর তোমারই ইচ্ছাতেই সেই সব সৃষ্টি হয়েছে এবং চিকে আছে (প্রকাশিত বাক্য ৪:১১)।

ক্ষমা

আইন কানুনের অধীনে, ঈশ্বর নিন্দার শাস্তি ছিল পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা (লেবীয় পুস্তক ২৪:১৬)। তবে, যীশুর মাধ্যে দিয়ে ঈশ্বর নিন্দার ক্ষমা পাওয়া সম্ভব। পৌল নিজেকে একজন ঈশ্বর নিন্দাকারী বলে বর্ণনা করেছেন:

> যদিও আমি আগে খ্রীষ্টের নিন্দা করতাম আর অত্যঅচারী ও বদ্‌রাগী ছিলাম তবুও আমাকেই তিনি এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। আমাকে তিনি দয়া করেছেন, কারণ আমরা অবিশ্বাসের জন্য আমি না জেনেই সেই সব করতাম। আমাদের প্রভু আমাকে অশেষ দয়া করেছেন এবং খ্রীষ্ট যীশুর সংগে যুক্ত হবার ফলে যে বিশ্বাস ও ভালবাসা আসে তা দান করেছেন। (১ তীমথিয় ১:১৩-১৪)

পৌল যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে গ্রহন না করার মাধ্যমে ঈশ্বর নিন্দা করেছিল। সে যখন তার এই ভয়াভহ ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন, তখন তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল।

তবে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিন্দা এমন একটি পাপ ক্ষমা করা সম্ভব না। যীশু ফারসীদের বলেছিলেন,

> আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানুষের সমস্ত পাপ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানের কথা ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে অপমানের কথা কখনও ক্ষমা করা হবে না। সেই লোকের পাপ চিরকাল থাকবে (মার্ক ৩:২৮-২৯)

পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিন্দা তখনই ঘটে যখন কেউ জেনেশুনে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের ক্ষমতর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। যীশু এই কথাগুলি সেই সব যিহুদীদের বলেছিলেন, যারা যীশুর সুস্থ করার ক্ষমতাকে "মন্দ" আত্মার কাছ থেকে আসে বলে মন্তব্য করেছিল।

আজকের দিনে মানুষ কিভাবে পবিত্র আত্মার নিন্দা বা অবমানা করতে পারে?

সারাংশ

ঈশ্বর, এবং তার পুত্র যীশুকে গভীর সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। তাদেরকে অবজ্ঞার সাথে মূল্যায়ন করাই ঈশ্বর নিন্দা। আর আমরা যে কথা বলি বা আমরা যে কাজ করি তার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বর নিন্দা করতে পারি।

চিন্তার উদ্দীপক

১. নাথন ভাববাদী দাউদকে বলেছিলেন যে সে পাপ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের শত্রুদের ঈশ্বর নিন্দা করার সুযোগ করে দিয়েছেন (২ শমূয়েল ১২:১৪)। আরো পড়ুন রোমীয় ২:২১-২৪; ১ তীমথিয় ৬:১ এবং তীত ২:৫। আমাদের কাজের ফলে অন্যেরা কিভাবে ঈশ্বর নিন্দা করতে পারে?

২. মানুষ যখন "ঈশ্বর/খোদা" বা "যীশু" শব্দগুলো (অবাক বা আতঙ্কিত হয়ে বা হলফ করে) কথার কথা বা শপথ হিসেবে ব্যবহার করে তারা কি তার মাধ্যমে কি তারা ঈশ্বর নিন্দা করে? আমরা যখন এইরকম ভাষা কাউকে ব্যবহার করতে শুনি আমাদের কি করা উচিত?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. যিহুদীরা প্রায়ই যীশুকে ঈশ্বর নিন্দাকারী বলে দায়ী করত। বাইবেল খোজার একটি সহায়িকা (বা concordance / কনকোর্ডেন্স) ব্যবহার করে এমন কিছু ঘটনা খুজে বের করুন যেখানে যীশুকে এভাবে দোষী করা হয়েছিল। যীশু কি করেছিলেন? কেন তারা তার কাজগুলোকে ঈশ্বর নিন্দা বলে মনে করেছিল?

২. এই পদগুলো নিয়ে ভেবে দেখুন: ইব্রিয় ৬:৪-৬; ১০:২৬; ১ যোহন ৫:১৬। এই পদগুলোতে কি পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিন্দার কথা বলা হয়েছে? এই ধরনের পাপগুলো কেন ক্ষমা করা হবে না?

আরো দেখুন

৬. ঈশ্বর কেমন?
৯. প্রার্থনা
১০. উপাসনা
১৩. মূর্তিপূজা
১৪. পবিত্রতা এবং বাধ্যতা
১৭. পাপ